অস্ত্র আইন, ১৮৭৮
[১৮৭৮সনের ১১নং আইন]
(১৫ই মার্চ, ১৮৭৮ইং সন)

অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সস্তার সম্পর্কিত আইন একীকরণ ও সংশোধনের নিমিত্তে একটি আইন ।

প্রস্তাবনা

যেহেতু অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সস্তার সম্পর্কিত আইন একীকরণ ও সংশোধন করা উচিত, তাই ইহা এতদ্বারা নিম্নবর্ণিতরূপে বিধিবদ্ধ করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

ধারা-১ (সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও স্থানীয় আওতা)

এই আইন ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইন নামে অভিহিত হইবে; এবং ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে ।

ব্যতিক্রম: কিন্তু ইহাতে অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) সমুদ্রগামী জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার এবং তাহার সাধারণ যুদ্ধোপরণের বা সরঞ্জামের অংশবিশেষ, অথবা

(খ) সরকারী চাকুরে হিসাবে কর্তব্যপালনকালে সরকারী আদেশ বা সরকারী আদেশে প্রস্তুত, পরিবর্তন, বিক্রি, আমদানি, রফতানি, পরিবহন, বহন, দখলী অস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার।

ধারা -২ (আরম্ভ)

এই আইন সেইদিন হইতে কার্যকর হইবে যেই দিন সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ধার্য করিবেন ।

ধারা -৩ (১৯৩৮ সালের ১নং রহিতকরণ আইন দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে)

ধারা -৪ (দফার ব্যাখ্যা)

কোনো কিছু বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে--

(১) 'কামান' (Cannon) সব রকমের ছোট হালকা কামান (হাউ ইট স্যার), মর্টার ওয়ালপিস, মাইট্রেইলইউজ এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র এবং মেশিনগান ও তাহার সব রকম যন্ত্রাংশ এবং সব গাড়ি, মঞ্চ এবং উত্তোলনের যন্ত্রপাতি, পরিবহন ও সেইগুলোর পরিবেশন কামানের অন্তর্ভুক্ত ।

(২) অস্ত্র (Arms) : আগ্নেয়াস্ত্র, বেয়োনেট, তরবারি, ডেগার, বর্শা, বল্লমের ডগা, তীর ও ধনুক কামান বা অস্ত্রের অংশবিশেষ এবং অস্ত্র তৈয়ারির যন্ত্রপাতিসমূহও অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ।

(৩) গোলাবারুদ (Ammunition) টর্পেডো সার্ভিস এবং মাইন দ্বারা ডুবো জাহাজ ঘায়েল করিবার জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত সব রকম বস্তু, রকেট, এসিড সিক্ত তুলা (গান-কাটন), ডিনামাইট, লিথোপ্রাকাটিউর এবং অন্যান্য বিস্ফোরক (ফুলমিনেটিং) বস্তু, গানক্লিন্টপ, গান ওয়ার্ড, আঘাত ঢাকনা (পারকাশন ক্যাপ) ফিউজ ও ফ্রিকশান টিউব, গোলাবারুদের অংশসমূহ ও গোলাবারুদ তৈয়ারির সব রকম যন্ত্রপাতি গোলাবারুদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীসা, গন্ধক ও শোরা অন্তর্ভুক্ত নহ ।

(৪) সামরিক সস্তার (Military stores) : এই আইনের যেকোনো ধারায় বর্ণিত যাহা বাংলাদেশের যেকোনো অংশে প্রয়োগ হয়, সামরিক সস্তার বলিতে যেকোনো সামরিক সস্তার বুঝায়, যাহা সরকার সময় সময় অফিসিয়াল গেজেটে

বিজ্ঞপ্তির দ্বারা এইরূপ ধারা এইরূপ অংশে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করিতে পারেন এবং সকল প্রকার সীসা, গন্ধক, সোরা ও অন্যান্য বস্তু অন্তর্ভুক্ত যাহা সরকার সময় সময় এই সমস্ত ধারায় এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন।
(৫) 'লাইসেন্স' : লাইসেন্স বলিতে এই আইনে মঞ্জুরীকৃত একটা লাইসেন্স এবং লাইসেন্স হইয়াছে বলিতে ঐ সমস্ত লাইসেন্স ধারণকে বুঝায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রস্তুত, পরিবর্তন ও বিক্রি

ধারা-৫ (লাইসেন্স ব্যতীত প্রস্তুত, পরিবর্তন ও পরিবর্তন ও বিক্রি নিষিদ্ধ)

লাইসেন্সের অধীনে এবং লাইসেন্সে বর্ণিত পন্থায় এবং তদ্বারা অনুমতিকৃত পরিমাণ ভিন্ন আকারে কোনো ব্যক্তি কোনো অস্ত্র গোলাবারুদ অথবা সস্তার প্রস্তুত পরিবর্তন বা বিক্রি বা রাখিতে, প্রদান করিতে বা বিক্রির জন্য প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

এইখানে বর্ণিত কোনো কিছু কোনো ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আইনসঙ্গতভাবে অধিকারে থাকা কোনো অস্ত্র বা গোলাবারুদ সাময়িকভাবে প্রচলিত আইনে তাহা অধিকার করিতে নিষিদ্ধ নহে এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিতে বাধা দিবে না; কিন্তু এই আইনের ২৭ ধারায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট এইরূপ বিক্রি করিলে অথবা দেরি না করিয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বিক্রির বিষয় এবং ক্রেতার নাম ঠিকানা জানাইতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় আমদানি, রফতানি ও পরিবহন

ধারা -৬ (লাইসেন্সবিহীন আমদানি ও রফতানি নিষিদ্ধ)

লাইসেন্সের অধীনে ও পন্থায় এবং লাইসেন্সে অনুমতি প্রাপ্ত পরিমাণ ভিন্ন কোনো ব্যক্তি সমুদ্র পথে বা স্থলপথে কোনো অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে আনিতে বা লইয়া যাইতে পারিবে না। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদের অধিকারী হইতে পারে এমন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র (কামান ব্যতীত) বা গোলাবারুদ আমদানি বা রফতানির ব্যাপারে এই ধারার প্রথম দফা প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে নামে অথবা তাহার অফিসের গুণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শুদ্ধ কালেক্টর বা অন্য কোনো কর্মকর্তা যেকোনো সময় সরকার হইতে আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারায় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার বাংলাদেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশে সমুদ্র পথে অথবা বাংলাদেশের অংশ নহে এই রকম মধ্যস্থিত এলাকা দিয়া আনা-নেওয়া বুঝায়।

ধারা-৭ (অস্ত্রশস্ত্র গুদামে জমা করিবার জন্য সরকারের অনুমোদন দরকার)

১৯৬৯ সালের শুদ্ধ আইনে যাহাই থাকুক না কেন, সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে ঐ আইনের ১৬ ধারায় বর্ণিত লাইসেন্স অনুবলে কোনো গুদামে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ অথবা সামরিক সস্তার জমা করিতে পারিবে না।

ধারা -৮ (১৮৯১ সালের সংশোধনী আইনের দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে)

ধারা-৯ (১৮৯১ সালের সংশোধনী আইনের দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে)

ধারা-১০ (অস্ত্র পরিবহন নিষিদ্ধ পরিবহন নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা)

সরকার সময় সময় অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা-

(ক) লাইসেন্স বা এই লাইসেন্স দ্বারা অনুমতি প্রদত্ত পরিমাণ ও পদ্ধতি ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে বা তাহার কোনো অংশে বা সামগ্রিকভাবে যেকোনো প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ অথবা সামরিক সস্তারের পরিবহন নিয়মিত অথবা নিষিদ্ধ করিতে পারেন, এবং

(খ) এই প্রকার বিজ্ঞপ্তি বাতিল করিতে পারেন ।

ব্যাখ্যা বাংলাদেশের যেকোনো বন্দরে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ অথবা সামরিক সস্তার স্থানান্তরিত এই ধারার অর্থে পরিবাহিত বুঝায় ।

ধারা-১১ তল্লাশি পোস্ট স্থাপনের ক্ষমতা

সরকার বাংলাদেশ ও ভিন্ন দেশের সীমান্ত রেখা বরাবর যেকোন স্থানে এবং এই রেখায় এই প্রকার দূরত্বে যাহা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তল্লাশি পোস্ট স্থাপন করিতে পারেন, যাহাতে চলমান জাহাজ, গরুর গাড়ি এবং পশুবাহী যান এবং সমস্ত প্রকার বাস, গাঁট ও মোড়ক (প্যাকেজ) থামাইতে পারেন এবং অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামরিক সস্তার তল্লাশি করিতে পারেন ।

ধারা -১২ (অবস্থানীনে যদি সন্দেহের উদ্বেক হয় যেকোনো ব্যক্তি অস্ত্র ইত্যাদি বহন করিতেছে তবে তাহাকে আটক করা যায়)

যখন কোনো ব্যক্তিকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সস্তার বহন বা প্রদান করিতে দেখা যায়, তাহা কোনো লাইসেন্সের আওতায় হোক বা না হোক, এমন পন্থায় অথবা এমন অবস্থাতে বহন করে, যাহাতে করিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে সন্দেহের উদ্বেক হয় যে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাহার দ্বারা বাহিত হইতেছে বা ঐগুলি যেকোনো বেআইনী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেক্ষেত্রে যেকোনো ব্যক্তি বিনা পরোয়ানাতে তাহাকে আটক করিতে এবং তাহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সস্তার লইয়া লইতে পারে ।

পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য লোকের দ্বারা গ্রেফতার করিবার পদ্ধতি

আটককারী ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ কর্মকর্তা না হইলে আটককৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তারসমূহ যত শীঘ্র সম্ভব পুলিশ কর্মকর্তা নিকট সোপর্দ করিতে হইবে ।

এই ধারায় আটককৃত অথবা পুলিশের কর্মকর্তা নিকট সোপর্দকৃত ব্যক্তিগণকে এবং আটককৃত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসমূহ অথবা দেরি না করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে ।

চতুর্থ অধ্যায়

অস্ত্র সজ্জিত হওয়া এবং অস্ত্র দখলে থাকা ইত্যাদি

ধারা-১৩ (বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা)

লাইসেন্সের অধীন এবং লাইসেন্স দ্বারা অনুমতি প্রদত্ত পন্থা সীমা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে পারিবে না ।

যখন কোনো ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে অথবা ইহার বিধান লঙ্ঘন করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়, ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের কর্মকর্তা বা এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত নামে বা অফিসের অনুবলে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সে নিরস্ত্র হইবে ।

ধারা-১৪(লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র রাখা)

লাইসেন্সের অধীন অথবা লাইসেন্স দ্বারা অনুমতি প্রদত্ত পন্থা ও সীমা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি তাহার অধিকারে অথবা নিয়ন্ত্রণে কোনো কামান বা আগ্নেয়াস্ত্র বা কোনো প্রকার গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার রাখিবে না ।

ধারা -১৫ (কতিপয় স্থানে লাইসেন্স ব্যতীত যেকোন প্রকার অস্ত্র রাখা নিষেধ)

যেকোনো জায়গায়, যেখানে সরকার অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই ধারাকে বিশেষভাবে বিস্তৃত করিবেন, সেখানে লাইসেন্সের অধীন অথবা লাইসেন্স দ্বারা অনুমতি প্রদত্ত প্রকারে ও সীমা ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাহার অধিকারে যেকোনো প্রকারের অস্ত্র রাখিতে পারিবে না ।

ধারা -১৬ (বিশেষ ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র থানায় বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারের নিকট জমা দিতে হইবে)

(১) অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার দখলে আছে এমন ব্যক্তির ঐ প্রকার দখল লাইসেন্স বাতিল বা লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বা অব্যাহতির কারণে বা ১৫ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ফলে বা অন্যভাবে যখন বেআইনী হইয়া পড়ে, এই সকল ব্যক্তি অযথা দেরি না করিয়া নিকটবর্তী থানায় পুলিশের কর্মকর্তা নিকট বা তাহার ইচ্ছামত এবং ঐ সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে যাহা সরকার বিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবেন, একজন লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারের নিকট জমা দিতে হইবে ।

(২) যেখানে ১নং উপধারায় অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার জমা দেওয়া হইয়াছে, ঐ প্রকার মেয়াদ উত্তীর্ণ পূর্বে যেকোনো সময় যেমনভাবে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করেন ।

জমাদানকারী অধিকারী হইবে

(ক) জমা দেওয়া এইরূপ যেকোনো কিছু ফেরত লইতে, যাহার দখল তাহার দ্বারা আইনসম্মত হইয়াছে, এবং
(খ) দখল আইনসম্মত হইবে ঐ রকম লোকদের নিকট জমা দেওয়া যেকোনো কিছু বিক্রি বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি করিতে বা নিষ্পত্তির নিমিত্তে কর্তৃত্ব প্রদান করিতে এবং ঐ প্রকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিতে ।

শর্ত থাকে যে, এই উপধারায় কোনো কিছু ফেরত বা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃত্ব প্রদান বৈধ গণ্য হইবে না যাহার বাজেয়াফতকরণ এই আইনের ২৪ ধারায় নির্দেশিত হইয়াছে ।

(৩) উপরে বর্ণিত প্রকারে যেই সমস্ত জিনিস জমা আছে এবং তাহা ২ উপধারায় নির্ধারিত মেয়াদকালে ফেরত দেওয়া বা নিষ্পত্তি হয় নাই তাহা সরকার বরাবরে বাজেয়াফত হইবে ।

(৪) (ক) এই আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই ধারার বিধানগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য সরকার বিধিমালা তৈয়ার করিতে পারেন ।

(খ) বিশেষতঃ ও পূর্ববর্তী বিধানের সাধারণত্ব ক্ষুণ্ণ না করিয়া সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারেন ।

(১) শর্তাবলী, যাহার সাপেক্ষে লাইসেন্সধারী ডিলারের নিকট অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ অথবা সামরিক সস্তার জমা দেওয়া যাইতে পারে, এবং

(২) মেয়াদ, যাহা উত্তীর্ণ হইবে উপরে বর্ণিত জমাকৃত জিনিসপত্র ৩ উপধারায় বাজেয়াফত হইবে ।

পঞ্চম অধ্যায়

লাইসেন্সসমূহ

ধারা-১৭ লাইসেন্সের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার অফিসিয়াল গেজেটে সময় সময় বিজ্ঞপ্তি দিয়া কি প্রকারে এবং কি কি শর্তসাপেক্ষে কোনো কর্মকর্তার দ্বারা কোনো লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে, এবং এই প্রকার বিধিসমূহের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে করিতে পারেনঃ

(ক) কোনো মেয়াদের জন্য এইরূপ লাইসেন্স বলবত থাকিবে তাহা নির্ধারণ করিতে;

(খ) দখলে বা অধিকারে রাখিবার জন্য অন্যত্র মঞ্জুরকৃত কোনো লাইসেন্স ব্যতীত এইরূপ লাইসেন্সের জন্য স্ট্যাম্প বা অন্যভাবে প্রদেয় ফী নির্ধারণ করিতে;

(গ) দখলে বা অধিকারে রাখিবার লাইসেন্স ব্যতীত এইরূপ লাইসেন্সধারীকে এইরূপ লাইসেন্সের অধীনে কৃত কোনো কিছুর জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আকারে রেকর্ড বা হিসাব রাখিতে এবং সরকারের কোনো কর্মকর্তা দ্বারা রেকর্ড বা হিসাব প্রদর্শনের জন্য ডাকা হইলে প্রদর্শন করিতে নির্দেশ দিতে;

(ঘ) ৫ অথবা ৬ ধারায় বর্ণিত বর্ণনা মোতাবেক কোনো ঘর যেখানে কোনো লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার প্রস্তুত হয় বা রক্ষিত থাকে, সেখানে প্রবেশের ও পরিদর্শনের নিমিত্ত সরকারের কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে;

(ঙ) এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারের কোনো কর্মকর্তার নিকট এইরূপ ব্যক্তিকে তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তারের সমস্ত মওজুদ প্রদর্শনের নির্দেশ দিতে;

(চ) লাইসেন্স আছে এমন ব্যক্তিকে বা লাইসেন্সের অধীনে কাজ করে এমন ব্যক্তিকে তাহা উপস্থাপন করিতে এবং উপস্থাপন করিবার জন্য কোনো সরকারী কর্মকর্তার দ্বারা ডাকা হইলে লাইসেন্সের আবরণে থাকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ অথবা সামরিক সস্তারসমূহ উপস্থাপন বা হিসাব করিতে বলিতে পারেন।

ধারা-১৭-এ (অস্ত্র লইয়া ঘোরাফেরার উপর বিধিনিষেধ)

(ক) সরকার জনস্বার্থে যদি কোনো লাইসেন্সধারী ব্যক্তিকে তাহার লাইসেন্সকৃত অস্ত্র লইয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘোরাফেরা করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে চান, তবে তিনি অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া উহা করিতে পারেন।

(খ) যে কেহ উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিয়া অস্ত্র লইয়া ঘোরাফেরা করেন, তবে ম্যাজিস্ট্রেটে, পুলিশ অফিসার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ নামে বা অফিসের ক্ষমতাবলে উক্ত ব্যক্তিকে নিরস্ত্র করিতে পারেন এবং ১৮ ধারার বিধান অনুসারে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার ইলেকশন কালীন সময়ের জন্য তাহার লাইসেন্স বাতিল বা লাইসেন্সের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারেন।

ব্যাখ্যা: নির্বাচনের সময় বুঝিতে নোমিনেশন পেপার দাখিলের তারিখ হইতে অফিসিয়াল গেজেটে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বুঝাইবে।

ধারা-১৮ (লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে বাতিল)

কোনো লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে বাতিল (সাসপেন্ডেড) হইতে পারে :

(ক) কোনো কর্মকর্তা দ্বারা তাহা মঞ্জুর করা হইয়াছে বা কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা যাহার সে অধীনস্থ বা জেলার কোনো ম্যাজিস্ট্রেটে দ্বারা যাহার স্থানীয় এলাকার আওতায় কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকে, যখন লিখিতব্য কারণে এইরূপ কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ বা ম্যাজিস্ট্রেট জনগণের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে বাতিল করা প্রয়োজন মনে করেন; অথবা

(খ) কোনো জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা যাহার নিকট এই আইনে বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধির অধীনে অপরাধের জন্য এইরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত; এবং সরকার অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের বা কোনো অংশে সব বা কোনো লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িক বাতিল করিতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় শাস্তিসমূহ

ধারা-১৯ (৫, ৬, ১০ ও ১৩ - ১৭ ধারা ভঙ্গের জন্য)

যে কেহ নিম্নোক্ত অপরাধসমূহের যেকোনো অপরাধ সংঘটন করিলে যেমন-

- (ক) ৫ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার প্রস্তুত, পরিবর্তন বা বিক্রয় করিয়া বা রাখিয়া, বিক্রির জন্য প্রস্তাব করে বা প্রদর্শন করে;
- (খ) একই ধারায় যেই নোটিশ দেওয়া প্রয়োজন তাহা দিতে ব্যর্থ হয়;
- (গ) ৬ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার আমদানি বা রফতানি করে;
- (ঘ) ১০ ধারার নিয়ন্ত্রণ বা নিষেধ ভঙ্গ করিয়া কোনো অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার পরিবহন করে;
- (ঙ) ১৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে;
- (চ) ১৪ বা ১৫ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে;
- (ছ) ইচ্ছাকৃতভাবে রেকর্ডে বা হিসাবে মিথ্যা ভুক্তি করে, যাহা ১৭ ধারার গ-দফার বিধি অনুসারে তাহা রাখা আবশ্যিক;
- (জ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হয়, যাহা ১৭ ধারার ঙ দফার বিধি অনুসারে তাহার প্রদর্শন করা আবশ্যিক; অথবা
- (ঝ) অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার জমা দিতে ব্যর্থ হয়, যাহা ১৪ বা ১৬ ধারায় জমা দেওয়া আবশ্যিক; সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্য যেকোনো কঠোর কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসরের কম হইবে না দণ্ডিত হইবে।

ধারা- (১৯-ক বিশেষ কতকগুলি অস্ত্রের ব্যাপারে ৬,১৩, ১৪ ও ১৫ ধারা ভঙ্গের জন্য)

১৯ ধারায় কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও যে কেউ ১৯ ধারায় ক, গ, ঙ অথবা চ দফায় কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে, অপরাধ যদি পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল, শটগান বা অন্য আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কিত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্য কোনো কঠোর কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ দশ বৎসরের কম হইবে না, দণ্ডিত হইবে।

ধারা-২০ (গোপনে ৫, ৬, ১০, ১৪ ও ১৫ ধারা ভঙ্গ ইত্যাদি অস্ত্র গোপন করিবার জন্য)

যে কেহ ১৯ ধারার (ক), (গ), (ঘ) বা (চ) দফায় বর্ণিত কোনো কার্য এমনভাবে করে যাহাতে এমন মনোভাব প্রকাশ পায় যে দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সরকারী চাকুরের নিকট বা কোনো রেলওয়ে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট বা সরকারী বাহনের কোনো চাকুরের নিকট অজানা থাকিতে পারে এবং যে কেহ, ২৫ ধারা অনুযায়ী তল্লাশিকালে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তারসমূহ গোপন করে বা গোপন করিতে চেষ্টা করে; সে ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুযায়ী যদি কোনো পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল বা শটগান বা অন্য আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে অপরাধ সংঘটিত হয়। অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা যেকোনো অল্প মেয়াদী দণ্ড বা ১৪ বৎসর পর্যাপ্ত কারাদণ্ড বা জরিমানাসহ দণ্ডিত করা হইবে।

ধারা-২০-ক (কিছু মামলায় বর্ধিত সাজা)

এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন, যদি কেহ হত্যাকাণ্ড সংঘটনের উদ্দেশ্যে এই আইনের ১৩ ধারার বিধান ভঙ্গ করিয়া পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, শটগান বা অন্য আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত হয় অথবা ১৪ বা ১৫ ধারার বিধান ভঙ্গ করিয়া উক্তরূপ অস্ত্র তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে, সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন অল্প মেয়াদী দণ্ডে বা যেকোনো মেয়াদের কারাদণ্ড যাহা চৌদ্দ বৎসর পর্যাপ্ত হইতে পারে, যাহার সহিত জরিমানা যোগ দেওয়া যাইতে পারে, দণ্ডিত হইবে।

ধারা-২১ (লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গের জন্য)

যে কেহ যাহাকে যে শর্তসাপেক্ষে কোনো লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহার কোনটা ভঙ্গ করে, কোনো কাজ করে বা কোনো কাজ বাদ দেয়, যখন কোনো কাজ করা বা কাজ বর্জন করা ১৯ বা ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য নহে, তাহাকে (ছয়) মাস পর্যাপ্ত কারাদণ্ডে বা ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পর্যাপ্ত জরিমানায় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

ধারা-২২ (লাইসেন্সপ্রাপ্ত নহে এমন লোকের নিকট হইতে জ্ঞাতসারে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করা বা দখলে রাখিতে অনুমোদিত নহে এমন ব্যক্তির নিকট অস্ত্রশস্ত্র অর্পণ করা সম্পর্কে)

যদি কাহারো লাইসেন্স না থাকে বা ৫ ধারার শর্ত মোতাবেক বিক্রির জন্য কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নাই, (তাহার নিকট হইতে) জ্ঞাতসারে কোনো অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার ক্রয় করে বা কোনো ব্যক্তিকে আইনানুগভাবে দখলে রাখিতে কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা পূর্বেই নিশ্চিত না হইয়া কোনো ব্যক্তির নিকট অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার অর্পণ করে; সে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা -২৩ (বিধি ভঙ্গের শাস্তি)

যে ব্যক্তি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ভঙ্গ করে এবং যাহা ভঙ্গের জন্য কোনো শাস্তির বিধান এই আইনে রাখা হয় নাই, তাহাকে ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা যাহা ২০০ (দুইশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

ধারা -২৪ (বাজেয়াফত করিবার ক্ষমতা)

এই আইনের অধীনে কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত, যে অপরাধ সে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার ব্যাপারে সংঘটন করিয়াছে, ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তারসমূহ এবং কোনো জাহাজ, গরুর গাড়ি বা পশুবাহী যান যাহা এই সমস্ত বহন করিবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বাস্ত্বে মোড়কের বা গাঁটের ভিতরের দ্রব্যাদিসহ কোনো বাস্ত্র মোড়ক (প্যাকেজ) বা গাঁট যাহার মধ্যে এই সমস্ত জিনিস গোপন করা হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণটি বা অংশবিশেষ বাজেয়াফত করিবার নির্দেশ দেওয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের বিবেচনায় থাকিবে।

**সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ**

ধারা-২৫ (ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তল্লাশি ও জন্ড)

যখন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাস করিবার মত যুক্ত বা কারণ থাকে যে, তাহার স্থানীয় এলাকার মধ্যে বসবাসকারী কোনো লোকের নিকট বেআইনী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার আছে, অথবা জনশাস্তি বিপন্ন না করিয়া এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার এই সমস্ত ব্যক্তির দখলে রাখা যাইবে না। এইরূপ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিশ্বাসের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া এই সকল ব্যক্তির দখলে থাকা বাড়ি বা ঘরে বা ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাসের কারণ আছে যে এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তারসমূহ পাওয়া যাইবে, তাহার মধ্যে তল্লাশি চালাইতে পারেন, এবং নিরাপত্তা হেফাজতের উদ্দেশ্যে এইরূপ সময়ের জন্য যাহা তিনি প্রয়োজন মনে করেন, এই সমস্ত জন্ড ও আটক করিতে পারেন, যদিও কোনো লাইসেন্সের আবরণে বা অধীনে ছিল।

এইরূপ তল্লাশি ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা বা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বা সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে নামে বা অফিসের ক্ষমতাবলে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা দ্বারা বা তাহার সম্মুখে পরিচালিত করিতে হইবে।

ধারা -২৬ (সরকার কর্তৃক জন্ড ও আটক)

এই সমস্ত দখলে রাখার লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও সরকার যেকোনো সময় যেকোনো ব্যক্তির দখলে থাকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার জন্ড করার আদেশ দিতে পারেন বা জন্ড করিতে পারেন, এবং জননিরাপত্তার কারণে এইরূপ সময়ের জন্য আটক রাখিতে পারেন যাহা সরকার প্রয়োজন মনে করেন।

ধারা-২৭ (অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা)

সরকার অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সময়-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে নামে বা পদাধিকারবলে, বা জন শ্রেণীকে অব্যাহতি দিতে, বা যেকোনো প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ বাদ দিতে, বা বাংলাদেশের যেকোনো অংশে এই আইনে থাকা নিষিদ্ধকরণ বা নির্দেশের কার্যকারিতা তুলিয়া লইতে পারেন, এবং

(খ) এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করিতে বা ব্যক্তিবর্গকে দ্রব্যাদি বা বাংলাদেশের অংশকে পুনরায় নিষিদ্ধকরণ বা নির্দেশনামার অধীনে আনিতে পারে।

ধারা-২৮ (অপরাধ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে)

এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে জ্ঞাত প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তিযুক্ত অজুহাত না থাকিলে, প্রমাণের দায়-দায়িত্ব যেইখানে এই সমস্ত লোকের উপর এই সমস্ত তথ্য নিকটবর্তী পুলিশ অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদান করিবে, এবং রেলপথে বা সরকারী বাহনে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত অজুহাত না থাকিলে প্রমাণের দায়-দায়িত্ব যেইখানে এই সমস্ত লোকের উপর, পরিবহনে থাকা কোনো বাস, মোড়ক (প্যাকেজ) বা গাঁট সম্পর্কে নিকটবর্তী পুলিশ অফিসারকে তথ্য প্রদান করিবে, যাহার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সস্তার আছে বলিয়া তাহার সন্দেহের কারণ আছে যাহা দ্বারা এই আইনের অধীনে একটা অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে।

ধারা -২৯ (১৯৮০ সালের ৭নং আইন দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে)

ধারা -৩০ (১৯-চ ধারার ব্যাপারে তল্লাশি কেমনভাবে পরিচালিত হইবে)

১৯ ধারার 'চ' দফায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়েরকৃত মামলা চলাকালে যেক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে তল্লাশি চালানো হইবে, ঐ বিধিতে যাহাই থাকুক, ঐ কার্যবিধিতে (কোড) যেকোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও নামে বা পদহেতু সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে বিশেষভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কিছু কর্মকর্তার সম্মুখে এইরূপ তল্লাশি করিতে হইবে, অন্যভাবে নহে।

ধারা -৩০-ক (অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ বিশারদের মত প্রয়োজন নাই)

এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধের জন্য কোনো বিচারে কোনো বস্তু বা কোনো জিনিস অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ কিনা তাহা প্রমাণের জন্য কোনো বিশারদের মতামত বা পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, যদি না অপরাধের বিচারের সময় আদালতের মতে এইরূপ মতামত বা পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

ধারা-৩১ (অন্যান্য আইনের কার্যকারিতা বারিত নহে)

এই আইনের কোনো কিছুই অন্য কোনো আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হইতে বাধা দিবে না (তাহার) এমন কোনো কার্যে বা বিচ্যুতির জন্য যাহা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালা অধীনে অপরাধ গঠন করে বা এই আইনে ব্যবস্থিত শাস্তি বা দণ্ডের চেয়ে অন্য আইনের অধীনে উচ্চতর শাস্তি বা দণ্ডের জন্য দায়ী হওয়া হইতে (বাধা দিবে না)।

তবে শর্ত এই যে, একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে দুইবার শাস্তি দেওয়া হইবে না।

ধারা -৩২ (শুমারী লওয়ার ক্ষমতা)

সরকার সময় সময় অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেকোনো আগ্নেয়াস্ত্রের শুমারী লইতে নির্দেশ দিতে পারেন, এবং নামে বা তাহার অফিসের ক্ষমতাবলে কোনো ব্যক্তিকে এইরূপ লওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন। এইরূপ কোনো বিজ্ঞপ্তির পর এই সমস্ত এলাকায় এইরূপ আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সকল ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট এইরূপ তথ্য প্রদান করিবে যাহা তিনি প্রসঙ্গক্রমে চাহিবেন, এবং তিনি যদি তাহা চান তাহা হইলে এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাহার নিকট হাজির করিবে বা জমা দিবে।

যদি কেহ এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হাজির করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করে যখন তাহা চাওয়া হয় তাহাকে ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ২০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

ধারা -৩৩ (আইনগত ব্যবস্থা বা মামলার বিজ্ঞপ্তি এবং মেয়াদ)

এই আইনের অধীনে কৃত কোনো কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহাকে অভিপ্রেত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় এবং তাহার উদ্ভূত কারণ এক মাস পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি না দিয়া দেওয়ানী মামলা ব্যতীত কোনো কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, নতুবা এইরূপ উদ্ভূত কারণ হইতে ৩ (তিন) মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পর।

THE FIRST SCHEDULE : [Enactments repealed] Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938), S. 2 and Sch.

THE SECOND SCHEDULE : [Arms, etc. liable to Duty] Rep. by the Amending Act, 1891 (XII of 1891).

রহিতকরণ ও হেফাজত

(১) Arms (Amendment) Act, 1990 অধ্যাদেশ নং ২৬, ১৯৯০) এবং Arms (Amendment) Act, 1991 (অধ্যাদেশ নং ১১, ১৯৯১) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশগুলি দ্বারা সংশোধিত উক্ত Act- এর অধীন কৃত কোনো কাজকর্ম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই Act দ্বারা সংশোধিত উক্ত Act-এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তথ্য সূত্র : জনগুরুত্বপূর্ণ আইন লেখক-মো:ছদ্দিকুর রহমান মিয়া।